যুগান্তর

তারিখ ...08 SEP 2013 –
পৃ: ... কলাম ৪

রামেকে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগে ভাংচুর : ক্যাম্পাস ছেড়ে অধ্যক্ষের পলায়ন

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী মেডিকেল কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োগ বাণিজ্যের প্রতিবাদে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ভাংচুর চালিয়েছে স্থানীয় চাকরিবঞ্চিতরা। রাতে নিয়োগ পরীক্ষার কোনো নিয়োগপত্র না দিয়েই অর্থের বিনিময়ে পছন্দের প্রার্থীদের শনিবার যোগদানের অনুমতি দেয়ার প্রতিবাদে এ ভাংচুর চালানো হয়। শনিবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া ও উপাধ্যক্ষ নায়েম উদ্দিন ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। দু'জনই মোবাইল ফোন বন্ধ রাখায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, এ প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও মালী পদে নিয়োগের ব্যাপারে সম্প্রতি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লাখ লাখ টাকা অর্থ বাণিজ্যে নামেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া ও উপাধ্যক্ষ নায়েম উদ্দিন। এরই মধ্যে শুক্রবার রাতে গোপনে ডেকে পরীক্ষার নামে পছন্দের ৩৪ জনকে নিয়োগ দিয়ে দেন। শনিবার সকালেই কোনো নিয়োগপত্র ছাড়াই তাদের যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা জানান, নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৪ জনের মধ্যে নাটোরের একজন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের দুইজন সুযোগ পেলেও রাজশাহীর স্থানীয় ও বিভাগের আবেদনকারীরা বঞ্চিত হয়েছেন। বেশির ভাগই রাজশাহী বিভাগের বাইরে কুষ্টিয়া থেকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন। এ নিয়োগ দেয়ার খবর সকালে স্থানীয় আবেদনকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে চাকরিবঞ্চিত স্থানীয়রা একত্র হয়ে রামেক ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে অবৈধ নিয়োগ বন্ধের দাবি জানাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা অধ্যক্ষের কার্যালয়ে গিয়ে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। অফিসের চেয়ার-টেবিল, দরজা-জানালা ও অন্যান্য আসবাবপত্র ভাংচুর করে। এ সময় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পাসের পেছন দিকের গেট দিয়ে পালিয়ে যান অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া ও উপাধ্যক্ষ নায়েম উদ্দিন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

নগরীর রাজপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবিএম রেজাউল ইসলাম জানান, বিক্ষোভের খবর পেয়ে ক্যাম্পাসে পুলিশ পাঠানো হয়। তবে তার আগেই অধ্যক্ষের কক্ষ ভাংচুর করে বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ গিয়েও ক্যাম্পাসে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে পায়নি। ওই কক্ষের প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভাংচুর করা হয়েছে বলে তিনি জানান। নিয়োগ বঞ্চিতরা অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ লাখ লাখ টাকা নিয়ে বিভাগের আবেদনকারীদের বঞ্চিত করে কুষ্টিয়া থেকে দালালের মাধ্যমে লোক নিয়ে এসে রাতে পরীক্ষা নিয়ে সবাই নিয়োগ দিয়েছেন। স্থানীয় অনেকের টাকা নিয়েও চাকরি দেননি বলে অভিযোগ করেন তারা।